সমবায় অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তথ্য

প্রকল্পের নাম	:	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সমবায় অধিদপ্তর।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১খ্রিঃ।
প্রকল্প ব্যয়	:	১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি।

প্রকল্প এলাকা :

জেলা	উপজেলা	জেলা	উপজেলা
গোপালগঞ্জ	সদর, টুংগিপাড়া, কোটালীপাড়া ও মুকসুদপুর	খুলনা	ডুমুরিয়া ও বটিয়াঘাটা
ফরিদপুর	সদর ও মধুখালী	বাগেরহাট	চিতলমারি ও মোল্লারহাট
রাজবাড়ি	সদর	সাতক্ষীরা	সদর
ময়মনসিংহ	ত্রিশাল ও ফুলবাড়িয়া	মাগুড়া	সদর ও মোহাম্মদপুর
জামালপুর	সদর ও মাদারগঞ্জ	যশোর	অভয়নগর , ঝিকরগাছা ও কেশবপুর
শেরপুর	সদর, নকলা ও শ্রীবরদী	রংপুর	গঙ্গাচড়া ও পীরগঞ্জ
চাঁদপুর	সদর ও মতলব উত্তর	কুড়িগ্রাম	সদর ও ভুরুঙ্গামারি
ফেনী	সদর	গাইবান্ধা	সাঘাটা ও সাদুল্লাপুর
বরিশাল	আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম ও হাতিবান্ধা
রাজশাহী	বোয়ালিয়া থানা ও গোদাগাড়ি	নীলফামারি	সদর ও ডিমলা
নাটোর	সদর ও বাগাতিপাড়া	দিনাজপুরজেলার	সদর ও চিরিরবন্দর
সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	পঞ্চগড়	সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর		

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) গাভী পালন, দুধ উৎপাদন ও বিপননের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাসকরন ও জীবন মান উন্নয়ন;

খ) গাভী/মহিষ এর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

গ) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন;

মূল কার্যক্রম	:	১। ৫০টি উপজেলায় ২০০ জন করে মোট ১০,০০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন। ২। নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে গাভী পালন ও সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণকে ২টি করে উন্নত শংকর জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০×২=) ১০০,০০০/- টাকা গাভী ঋণ এবং ক্রয়কৃত বকনার প্রথম বছরের খাদ্য ও আনুষংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য (১০,০০০×২=) ২০,০০০/- টাকা করে কার্যকরী মূলধন ঋণ হিসেবে প্রদান। ৪। প্রতিটি উপজেলায় সুবিধাভোগীদের ক্রয়কৃত গাভীর পরিচর্যা এবং প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও সমিতির কার্যক্রম তদারকির জন্য ১ জন করে ফ্যাসিলিটেটর এবং ক্রয়কৃত গাভীর প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১ জন করে কৃত্রিম প্রজননকারী (এলএফএআই) নিয়োগ প্রদান। ৫। নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে ক্রয়কৃত গাভীর নিয়মিত টীকা দান এবং উন্নত জাতের ঘাষের চাষ উৎসাহিতকরণে সহায়তা প্রদান। ৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও মিল্ক ভিটার সাথে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন। ৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মুল্যায়নএবং রিপোর্টিং এর জন্য একজন Project Implementation and Evaluation Specialist এবং একজন Dairy Development Specialist নিয়োগ প্রদান।
প্রকল্পের বিশেষত্ত	:	• সুবিধাভোগীগণ দারিদ্র পীরিত উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত মহিলা। • প্রদত্ত ঋণ সুদমুক্ত এবং জামানতবিহীন। • ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূণ। • গৃহিত ঋণ ১২ মাসের গ্রেস পিরিয়ড় সহ দীর্ঘমেয়াদী এবং সহজে পরিশোধযোগ্য । • গাভী পালন কার্যক্রম মহিলাদের জন্য সহজে অনুশীলনযোগ্য হওয়ায় প্রকল্পটি অনেক বেশী সম্ভাবনাময়।
প্রকল্পের প্রত্যাশা	:	• প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে ১০,০০০ সুবিধাবঞ্চিত নারী ক্ষুদ্র ডেইরী উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠবে এবং টেকসইভাবে দারিদ্রতার অভিশাপমুক্ত হবে। • মহিলাদের Expenditure patternবিবেচনায় পরিবারে সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। • প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রায় এক লক্ষ লিটারেরও অধিক দুগ্ধ উৎপাদিত হবে। • কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত জাতের বাছুর পাওয়া যাবে। • Demonstration effect এর মাধ্যমে প্রকল্প বহির্ভুত স্থানীয় মহিলাদের আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে যার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে গাভী পালন সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটবে।

বাস্তবায়ন কৌশল	:	১। প্রকল্পটি Minimum Overhead ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমবায় অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী নিদিষ্ট উপজেলার সম্ভাবনাময় এলাকা ও সুবিধাভোগী নির্বাচন করে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করেন এবং নির্বাচিত সুবিধাভোগী সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন। ২। সকল সুবিধাভোগীগণ অনলাইন সুবিধাযুক্ত ব্যাংক হিসাব খোলেন । প্রকল্প অফিস সুবিধাভোগীদের নামে ঋণের MICR চেক ইস্যু করে স্থানীয় জেলা অফিসে প্রেরণ করে। অত:পর স্থানীয় প্রশাসনসহ জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ ঋণের চেক বিতরণ করে প্রত্যয়ন প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করেন। ৩। প্রকল্প বিতরণ ও পরিশোধ বিষয়ে সুবিধাভোগীদের সাথে প্রকল্প অফিসের সহিত ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৪। জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগণসহ প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করেন।
মনিটরিং ও রিপোর্টিং	:	১। প্রকল্প অফিস এবং সমবায় বিভাগীয় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়। ২। বার্ষিক অডিট। ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি। ৪। Project Implementation and Evaluation Specialist এবং Dairy Development Specialist. ৫। IMED. ৬। আন্ত:মন্ত্রণালয় Progress Monitoring Committee(PMC) ৭। Project Implementation Committee (PIC). ৮। Project Steering Committee.

বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	**আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৩৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন: ৩০৫০.০০ লক্ষ এবং রাজস্ব: ৪২৮.০০ লক্ষ টাকা)। তন্মধ্যে ব্যয়ের পরিমাণ ৩৪০৩.৬১ লক্ষ টাকা (৯৭.৮৬%)। **বাস্তব অগ্রগতি:** ১। ক) **সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ** প্রকল্পভুক্ত ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৫ জন করে মোট ২৫০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত নির্বাচিত সুবিধাভোগীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং জাতীয় পরিচয় পত্র সম্বলিত তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২। **সমিতি গঠনঃ** প্রকল্পের আওতায় ৫০টি উপজেলায় ২৫ জন করে ১০০টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। ৩। **প্রশিক্ষণ:** প্রকল্পভুক্ত ২৫০০ জননির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে গাভী লালন পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪। **ঋণ সহায়তা প্রদানঃ** প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২৫০০জন সুবিধাভোগীর সহিত ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করতঃ একাউন্ট পেয়ী MICR চেক বিতরণ করা হয়েছে। ৫। ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ গাভী/বকনা ক্রয় করে লালন পালন শুরু করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি ময়মনসিংহে এবং মাননীয় প্রতিমমন্ত্রী জনাব মো: মসিউর রহমান রাঙ্গা লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় ঋণের চেক বিতরণ করছেন। 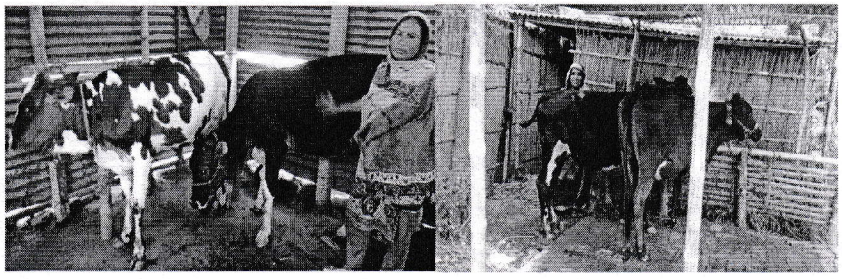 প্রকল্পের ক্রয়কৃত বকনার সাথে দুইজন সুবিধাভোগী
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা	:	১। ৫০০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন। ইতোমধ্যে ১ম পর্যায়ে ২৫ জন করে মোট ২৫০০ জন নতুন সুবিধাভোগী নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ অর্থ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ২য় পর্যায়ে আরো ২৫০০ জন নতুন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে।

		২। প্রকল্পভুক্ত নতুন ৫০০০ জন নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে গাভী লালন পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৩। ৫০০০ সুবিধাভোগীকে ঋণ প্রদান করা হবে। ৪। প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় ২৯টি মোটরসাইকেল ও ৫০টি বাইসাইকেল সরবরাহ। ইতোমধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লি: হতে দরপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫। একজন Project Implementation and Evaluation Specialistএবং একজন Dairy Development Specialistনিয়োগ প্রদান করা হবে। ৬। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাভীর প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য ৫০ জন কৃত্রিম প্রজননকারী (এলএফএআই) নিয়োগ প্রদানের কার্যক্রম চলছে। ৭। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৮-১৯অর্থ বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৫০৯২.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন: ৪৫০০.০০ লক্ষ এবং রাজস্ব: ৫৯২.০০ লক্ষ টাকা) । তবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এ অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রয়োজন ৬৬০০.০০ লক্ষ টাকা যা সংশোধিত এডিপিতে প্রাপ্তির উদ্যোগ নেয়া হবে।
যোগাযোগ	:	মো: আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক ও প্রকল্পপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। ফোন: ৯১৪০৩১৬।

৩১/০৭/২০১৮

(মোঃ আসাদুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্পের তথ্যচিত্র

প্রকল্পের নাম	:	"দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সমবায় অধিদপ্তর।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯।
প্রকল্প ব্যয়	:	২৩৮৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
প্রকল্প এলাকা	:	গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১) লাভজনক ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ২) দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ৩) দারিদ্র বিমোচন।
মূলকার্যক্রম (তথ্যভিত্তিক)	:	১) ডিপিপিতে উল্লেখিত গংগাচড়া উপজেলা হতে ২,৮৮০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন। ২) ২,৮৮০ জন সুবিধাভোগীর সমন্বয়ে ৩৬ টি দুগ্ধ/মাংস উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গঠন করা। ৩) প্রত্যেক সদস্যকে ১টি Haifer অথবা ২টি male calves ক্রয়ের জন্য ৭০,০০০/- টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। ৪) সুবিধাভোগীদের ক্রয়কৃত গাভীর পরিচর্যা এবং প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও সমিতির কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতি ২টি সমিতির জন্য ১ জন করে ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রদান। ৫) নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে গাভী পালন ও সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
আর্থিক ও বাস্তবঅগ্রগতি	:	**আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন ৬০০.০০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ৭০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়ের পরিমাণ ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত ছাড়কৃত অর্থ হতে জুন/২০১৮খ্রিঃ পযন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ২১.৪৬ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুন:উপযোজনের পর বরাদ্দের সংশোধনী প্রস্তাব ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা হতে ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন ৬০০.০০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ৫০.০০ লক্ষ টাকা) করা হয়। **বাস্তব অগ্রগতি:** ১। ডিপিপি অনুযায়ী ৮০ জন করে সদস্যের সমন্বয়ে ৩৬ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। ২। ইতিমধ্যে ০৮ টি সমবায় সমিতির ৬৪০ জন সদস্য কে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় ভবন
আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭
সমবায় অধিদপ্তর

প্রকল্পের তথ্য চিত্র:

প্রকল্পের নাম	:	“সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন” কম্পোনেন্ট
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সমবায় অধিদপ্তর
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০
প্রকল্প ব্যয়ঃ	:	৩৯৮৩.০৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের ১৫ জেলার ২৮টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত। যথা : টাঙ্গাইল :মধুপুর উপজেলা ময়মনসিংহ : ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাট উপজেলা নেত্রকোণা : দুর্গাপুর, কলমাকান্দা উপজেলা শেরপুর : নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী উপজেলা রাজশাহী : গোদাগাড়ী, তানোর উপজেলা নওগাঁ : ধামুরহাট, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর উপজেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ : সদর, নাচোল, গোমস্তাপুর উপজেলা রংপুর : মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, উপজেলা দিনাজপুর : বিরল, বীরগঞ্জ, কাহারোল উপজেলা পটুয়াখালী : কলাপাড়া উপজেলা বরগুনা : তালতলী উপজেলা সিলেট : গোয়াইনঘাট উপজেলা মৌলভীবাজার : কমলগঞ্জ, কুলাউড়া উপজেলা হবিগঞ্জ : বাহুবল উপজেলা ও কক্সবাজার : সদর, টেকনাফ উপজেলা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১)। ২৬৫ টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ১০৬০০ জন ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটানো। ২) মোটিভেশনাল ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন।
মূল কার্যক্রম (তথ্যভিত্তিক)	:	ক) প্রত্যেক সমবায় সমিতির ৪০ জন সদস্যকে Contributory Microsavings কর্মসুচির আওতায় উৎসাহ অনুদান প্রদান করা। খ) উপকারভোগী সপ্তাহে ৫০ টাকা হিসেবে মাসে ২০০ টাকা বা তার বেশী টাকা সঞ্চয় জমা করবেন। প্রকল্প থেকে সঞ্চয়ের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ মাসিক ২০০/-) হারে তিনি উৎসাহ সঞ্চয় পাবেন। এভাবে বছরে ব্যক্তি সঞ্চয়ের পরিমাণ হবে ২,৪০০ + ২,৪০০=৪,৮০০ টাকা এবং ০২(দুই) বছর মেয়াদে তা দাঁড়াবে ৪,৮০০+৪.৮০০ = ৯,৬০০ (সুদসহ ১০,০০০ টাকা)। গ) প্রতিটি সমবায় সমিতিকে বছরে ১, ৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মূলধন সহায়তা দেয়া হবে অর্থাৎ দুবছরে ৩, ০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা মূলধন তৈরী হবে। এ সকল অর্থ ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ঘ) সমিতির প্রত্যেক সদস্য/উপকারভোগীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তসাপেক্ষে ১২,৭০০/-(বার হাজার সাতশত) টাকা পরিশোধযোগ্য বিশেষ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে। সদস্যগণ বিশেষ অনুদান বাবদ গৃহীত অর্থ গ্রহণের পরবর্তী মাস থেকে ৩% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প পরিচালকের হিসেবে ১২ মাসের কিস্তিতে পরিশোধ করবেন। এই তহবিল আবর্তিত/ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) হিসেবে বিবেচিত হবে।
আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি	:	**আর্থিক অগ্রগতি:** ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৯,১৯,১৮০০০.০০ (নয় কোটি উনিশ লক্ষ আঠার হাজার) টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ হয়েছে। **বাস্তব অগ্রগতি:** খ) ইতোমধ্যে ২৩২ টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৮৪০ জন। গ) সদস্যদের সঞ্চয় জমা : ৫৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয়ের বিপরীতে সদস্যদেরকে প্রদত্ত সরকারি অনুদান : ৪৬ লক্ষ টাকা, সমিতিকে প্রদত্ত সরকারি অনুদান : ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। ঘ) ইতোমধ্যে জুন, ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত ৪৮০০ জন উপকারভোগীকে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ ও ২০০০ জন উপকারভোগীকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঙ) জুন, ২০১৮ এর মধ্যে ৩১৪৮ জন উপকারভোগীকে প্রকল্পের তহবিল থেকে ১২৭০০ টাকা করে ৩৯৯.৭৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৩০/৭/১৮

(মোঃ জিল্লুর রহমান)
উপ প্রকল্প পরিচালক
সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর
জীবনযাত্রা উন্নয়ন কম্পোনেন্ট
একটি বাড়ি একটি খামার